Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদা সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০১৪০২

০৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদা সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০১৪০২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "দাওয়াহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরিদা সুলতানা, আইডিঃ ২১৫০০১৪০২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুহ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "দাওয়াহ" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ফরিদা সুলতানা

আইডিঃ ২১৫০০১৪০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

০৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
বৌদ্ধধর্ম	৬
ব্যুৎপত্তি	৬
গৌতম বুদ্ধের জীবনী	৭
বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি	৮
বৌদ্ধ ধর্মের শাখা ও এর বিস্তৃতি	৮
বুদ্ধের দর্শন	৯
পরকাল	৯
নির্বাণ	১০
ধর্মগ্রন্থ	১১
ইসলাম ধর্ম ও বোদ্ধ ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা	১১
একজন বৌদ্ধ ধমাবলম্বিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কিছু অনুশীলন	১৬
একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব অনুধাবন	২৮
উপসংহার	৩১
তথ্যসূত্র	৩১

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানুষ ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। পরম মমতায় যে মানুষকে তিনি দিয়েছিলেন বেহেশ্ত এ স্থান শয়তান ইবলিস(জ্বীনদের একজন) মানুষকে (আদম আ) করলো বিভ্রান্ত। মাটির আদম যখন ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করলো,, ইবলিস তখনও তার অহংকারে মত্ত। নায়বিচরক মহান করুণাময় আল্লাহ্ বেহেশ্তের নিয়ামত থেকে এদের সবাইকে নেমে যেতে বললেন পৃথিবীতে। আর এও বলেদিলেন তোমরা দুজন দুজনার শত্রু। যে পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশ মত চলবে তার কোনো ভয় নেই সে আবার প্রবেশ করবে চিরস্থায়ী জান্নাত এ। আর যে ইবলিশের প্ররোচনায় মন্দ কাজ করবে তাকে প্রবেশ করতে হবে চিরস্থায়ী মন্দ আবাস জাহান্নামে। তারপর থেকেই শুরু হলো পৃথিবীতে আদম আর শয়তানের এই খেলা! যখনই আদম সন্তান আল্লাহ্ এর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে ইবলিস এসে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। তাই এক আল্লাহ্ তে বিশ্বাসী মানুষের মনে যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন পৌত্তলিকতার ধর্ম। তেমনই এক ধর্ম বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম একটি ভারতীয় ধর্ম বা দার্শনিক ঐতিহ্য। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম যার অনুসারী সংখ্যা ৫২০ মিলিয়নেরও কিছু বেশি বা বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশের অধিক এবং তারা **বৌদ্ধ** হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে ধারণ করে যেগুলো মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিক শিক্ষা ও এর ব্যাখ্যাকৃত দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে উৎপত্তিলাভ করে এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যুৎপত্তি

আক্ষরিক অর্থে "বুদ্ধ" বলতে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত, জ্ঞানী, জাগরিত মানুষকে বোঝায়। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পরম জ্ঞানকে বোধি বলা হয় (যে অশ্বত্থ গাছের নিচে তপস্যা করতে করতে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তার নাম এখন বোধি বৃক্ষ)। সেই অর্থে যে কোনও মানুষই বোধিপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত এবং জাগরিত হতে পারে। সিদ্ধার্থ গৌতম এইকালের এমনই একজন "বুদ্ধ"। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী (জাতকে উল্লেখিত) জীবন সমূহকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব জন্মের সর্বশেষ জন্ম হল বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জন্ম। ত্রিপিটকে, বোধিসত্ত্ব হিসেবে ৫৪৭ (মতান্তরে ৫৫০) বার বিভিন্ন কূলে (বংশে) জন্ম নেবার ইতিহাস উল্লেখ আছে যদিও সুমেধ তাপস হতে শুরু করে সিদ্ধার্থ পর্যন্ত অসংখ্যবার তিনি বোধিসত্ত্ব হিসেবে জন্ম নিয়েছেন । তিনি তার আগের জন্মগুলোতে প্রচুর পুণ্যের কাজ বা পারমী সঞ্চয় করেছিলেন বিধায় সর্বশেষ সিদ্ধার্থ জন্মে বুদ্ধ হবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের ফলে তিনি এই দুঃখময় সংসারে আর জন্ম নেবেন না, এটাই ছিলো তার শেষ জন্ম। পরবর্তী মৈত্রেয় বুদ্ধ জন্ম না নেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে তার শাসন চলবে।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী

উত্তর-পূর্ব ভারতের কপিলাবস্তু নগরীর ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধন এর পুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনি কাননে (বর্তমান নেপাল) জন্ম নেন সিদ্ধার্থ(গৌতম বুদ্ধ)। তার জন্মের ৭ দিন পর মহামায়া মারা যান। তার জন্মের অব্যাবহিতকাল পর অসিত নামক এক সন্ন্যাসী কপিলাবস্তু নগরীতে আসেন। তিনি সিদ্ধার্থকে দেখে ভবিষ্যৎবানী করেন যে, সিদ্ধার্থ ভবিষ্যতে হয় চারদিকজয়ী (চক্রবর্তী রাজা) রাজা হবেন, নয়ত একজন মহান মানব হবেন। মা মারা যাবার পর সৎ মা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাকে লালন পালন করেন, তাই তার অপর নাম গৌতম। ছোটোবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলে তাকে সংসারী করানোর লক্ষ্যে ১৬ বছর বয়সে রাজা শুদ্ধোধন যশোধরা (যিনি যশ ধারণ করেন) মতান্তরে যশোধা বা গোপা দেবী নামক এক সুন্দরী রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে দেন। রাহুল নামে তাদের একটি ছেলে সন্তান হয়। ছেলের সুখের জন্য রাজা শুদ্ধোধন চার ঋতুর জন্য চারটি প্রাসাদ তৈরি করে দেন। কিন্তু উচুঁ দেয়ালের বাইরের জীবন কেমন তা জানতে তিনি খুবই ইচ্ছুক ছিলেন। একদিন রথে চড়ে নগরী ঘোরার অনুমতি দেন তার পিতা। নগরীর সকল অংশে আনন্দ করার নির্দেশ দেন তিনি, কিন্তু সিদ্ধার্থের মন ভরল না। প্রথম দিন নগরী ঘুরতে গিয়ে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, দ্বিতীয় দিন একজন অসুস্থ মানুষ, তৃতীয় দিন একজন মৃত ব্যক্তি এবং চতুর্থ দিন একজন সন্ন্যাসী দেখে তিনি সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করে জানতে পারেন জগৎ দুঃখময়। তিনি বুঝতে পারেন সংসারের মায়া, রাজ্য, ধন-সম্পদ কিছুই স্থায়ী নয়। তাই দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর সাধনার পর তিনি বুদ্ধগয়া নামক স্থানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সবার আগে বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচার করেন পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যের কাছে; তারা হলেন কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয় (ভদ্রিয়), মহানাম এবং অশ্বজিত। এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করেন। এবং তার প্রচারিত বাণী ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশেও দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে তিনি কুশীনগর নামক স্থানে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরন করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণীর মূল অর্থ হল অহিংসা।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি

বৌদ্ধ মতবাদের মূলনীতিটি হলো এক কথায় - **কর্মযোগ ও নির্বাণ লাভ।**

এছাড়া,অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নীতি হলো —**অষ্টাঙ্গিকমার্গ** ও **জন্মান্তরবাদ**।

বৌদ্ধধর্ম মতে জীবদশায় মানুষের কর্মই তার সবথেকে বড় পরিচয়। প্রত্যেক জন্মেই মানুষ যদি সৎকর্ম করে, তবেই এই জন্মান্তরের খেলা থেকে নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে।

বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যার ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন করা। অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্বাণলাভের মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্বকে অনুসরণপূর্বক সংসার তথা মৃত্যু ও পুনর্জন্মচক্রের অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র সত্তাকে অতিক্রম করার ওপর জোর দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ চিন্তাধারাগুলোতে তাদের মোক্ষলাভের উপায়ের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ধর্মসম্মতি এবং তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত অনুশীলনগুলোর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেওয়া, নৈতিকতা, ভিক্ষুত্ব, ধ্যান এবং পারমিতার চর্চা।

বৌদ্ধ ধর্মের শাখা ও এর বিস্তৃতি

বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান বিদ্যমান শাখা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত: থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান। থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম—পুণ্যভূমি, জেন, নিচিরেন, শিঙ্গোন ও তিয়ান্তাই ঐতিহ্য যার অন্তর্ভুক্ত—মূলত পূর্ব এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম—যা ভারতীয় মহাসিদ্ধদের তন্ত্রসাধনা ও শিক্ষা দ্বারা

উদ্ভূত—একটি পৃথক শাখা অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম—যা অষ্টম শতাব্দীর ভারতের বজ্রযান শিক্ষাবলিকে ধারণ করে—হিমালয় অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া ও কালমিকিয়াতে চর্চিত হয়।

বুদ্ধের দর্শন

বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা হল সর্ব দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য-এটাকে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া (দীপনির্বাণ, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ), বিলুপ্তি, বিলয়, অবসান। কিন্তু বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ। এই সম্বন্ধে বুদ্ধের চারটি উপদেশ যা চারি আর্য সত্য (পালিঃ *চত্বারি আর্য্য সত্যানি*) নামে পরিচিত। তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

পরকাল

বুদ্ধ পরকাল সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলে গেছেন, পরকাল নির্ভর করে মানুষের ইহ জন্মের কর্মের উপর। মৃত্যুর পর মানুষ ৩১ লোকভুমির যে কোনো একটিতে গমন করে। এই ৩১ লোকভুমি হছে ৪ প্রকার অপায়: তীর্যক (পশু-পাখি কুল), প্রেতলোক (প্রেত-পেত্নী), অসুর (অনাচারী দেবকুল), নরক (নিরয়)। ৭ প্রকার স্বর্গ: মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মানরতি স্বর্গ, পরনির্মিত বসবতি স্বর্গ। রুপব্রম্মভূমি (১৬ প্রকার) = ১৬ প্রকার রুপব্রম্মভূমি। অরুপব্রম্মভূমি (৪ প্রকার) = ৪ প্রকার অরুপব্রম্মভূমি। মোট ৩১ প্রকার। এই ৩১ প্রকার লোকভুমির উপরে সর্বশেষ স্তর হচ্ছে নির্বাণ (পরম মুক্তি) যেমন: ইহজন্মে মানুষ যদি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, গুরুজনের রক্তপাত ঘটায় তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ চতুর অপায়ে (তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক) জন্মগ্রহণ করে, আর ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো

কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ বাকি ২৭ লোকভূমিতে যেকোনো এক ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

নির্বাণ

যদিও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বিভিন্ন ধরনের পথ এবং প্রগতির মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে। যাইহোক, তারা সাধারণত মৌলিক অনুশীলন যেমন শিলা (নীতিশাস্ত্র), সমাধি (ধ্যান, ধ্যান) এবং প্রজ্ঞা (জ্ঞান), যা তিনটি প্রশিক্ষণ হিসাবে পরিচিত। একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অনুশীলন হল প্রতিটি জীব এবং বিশ্বের প্রতি সদয় এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব। কিছু বৌদ্ধ ঐতিহ্যেও গুরুত্বপূর্ণ, এবং তিব্বতি ঐতিহ্যে দেবতা ও মন্ডলগুলির দৃশ্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে পাঠ্য অধ্যয়নের মূল্যকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। এটি থেরবাদের কেন্দ্রীয় এবং তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন জেন ঐতিহ্য একটি অস্পষ্ট অবস্থান নেয়। বৌদ্ধ চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হল মধ্যপথ (মধ্যমপ্রতিপাদ)। এটি ছিল বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের একটি অংশ, যেখানে তিনি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপস্থাপন করেছিলেন যা ছিল তপস্বীবাদের চরমতা এবং হেডোনিস্টিক ইন্দ্রিয় আনন্দের মধ্যে একটি 'মধ্যম পথ'। বৌদ্ধধর্মে, হার্ভে বলেছেন, পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করার জন্য "নির্ভরশীল উদ্ভূত" (শর্তযুক্ত উদ্ভূত, প্রতিত্যসমুৎপাদ) মতবাদটিকে 'মধ্যম উপায়' হিসাবে দেখা হয় ' এই মতবাদের মধ্যে যে একটি সত্তার একটি "স্থায়ী আত্মা" পুনর্জন্মের সাথে জড়িত (অনন্তবাদ) এবং "মৃত্যু চূড়ান্ত এবং পুনর্জন্ম নেই" (বিনাশবাদ)।

ধর্মগ্রন্থ

"ত্রিপিটক" বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম যা পালি ভাষায় লিখিত। এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন এবং উপদেশের সংকলন। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি পিটক হলো বিনয় পিটক , সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। পিটক শব্দটি পালি । এর অর্থ - ঝুড়ি, পাত্র , বক্স ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ । খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক এর রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধ এর মহাপরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে । প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সজ্ঘায়নের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়।

ইসলাম ধর্ম ও বোদ্ধ ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা

দুই ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। নিচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তাওহিদ তথা একাত্মবাদ:

আমাদের ইসলাম ধর্মে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ,পাশাপাশি আল্লাহ্ এর সাথে কাউকে শরীক না করা হচ্ছে মুল ভিত্তি। যা মূলত তাওহিদ শব্দের অর্থ । এটি শিরকের বিপরীত। ইসলামি পরিভাষায় তাওহিদ হল সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, সকল ইবাদাত-উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা, অন্য সবকিছুর উপাসনা ত্যাগ করা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং দোষ ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা।

"লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)" তথা কালিমা তৈয়বা ইসলামে ঈমানের মূলভিত্তি।

কুরআনে বলা হয়েছে,

"কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।"[কুরআন ৪২:১১]

আবার,

কুরআনের অন্য স্থানে বলা হয়েছে,

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তার কোনো সমকক্ষও নেই।"[কুরআন ১১২:১–৪]

পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই,, আবার তারা নিজেকে নাস্তিক ও বলতে নারাজ।এদের অনেকে আদি বুদ্ধ কে ঈশ্বর বলেন,আবার কেউ বা বলেন এ হলো প্রভাস্বর চিত্ত - যা সকলের মধ্যে রয়েছে।তাদের মতে, এটা হচ্ছে বাহ্যিক রূপ, যা মানুষ বাহ্যিকভাবে উপলব্ধি করে।তাই এ শক্তি প্রতিটি চিত্তেই রয়েছে, আলাদা কোনো বিশেষ সত্তা রূপে নয়।আমাদের থেকে আলাদা ভিন্ন অথবা জগত থেকে আলাদা অতীন্দ্রিয় দ্বৈত কোনো তত্ত্ব আছে বলে বৌদ্ধ ধর্ম মনে করে না। ওরা যেটা মনে করে সেটা হলো,সমস্ত বিষয়বস্তুর একসাথে গাঁথার সর্ব্বোচ রূপ শূন্যতা।

পরকাল

ইসলাম ধর্মে পরকাল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ধর্মের মূল শিক্ষা হলো মানুষকে দায়িত্ব-সচেতন করা।

আইনের ভয়, সমাজের ভয়, জীবিকার তাগিদ, বিবেকের তাড়না প্রভৃতি কারণে মানুষ দায়িত্বশীল হয়। তবে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় প্রেরণা হলো পরকাল সম্পর্কে সচেতনতা। ইসলাম মানুষকে এই বিশ্বাসে বলীয়ান করেছে যে মৃত্যুর মধ্য দিয়েও মানুষ শেষ হয়ে যায় না। কোরআন মজিদে মানুষের জন্য যত উপদেশ, সুখবর

ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, এর প্রধান অংশজুড়ে রয়েছে পরকাল সম্পর্কে সচেতনতার নির্দেশ। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদ দিয়ে ন্যায়বিচার ব্যাহত করা যায়। পরকালে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রথমত, দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ায় রেখেই মানুষকে চলে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর। তাই দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে আল্লাহর বিচার থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

আল্লাহ সব কিছুতে ক্ষমতাবান। যারা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান তারাই পরকাল ও শেষ বিচারের ব্যাপারে সন্দেহ করে। অথচ প্রতিনিয়তই তারা দেখতে পায় আল্লাহ কিভাবে মানুষকে জীবন দান করেন। জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। একসময় জীবিত বস্তুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। প্রতিনিয়ত তা দেখে মানুষ খুব সহজেই এটা উপলব্ধি করতে পারে যে পরকালে পুনরুত্থান অসম্ভব কিছু নয়। কেননা যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন, পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য; কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না। পরকালের জবাবদিহির জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

ইসলাম ধর্মের অন্যতম বিশ্বাস হলো পরকালের জবাবদিহি ও হিসাব-নিকাশ। পরকালের বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বনিষ্ঠ করে। এ বিশ্বাস অপরাধমুক্ত পৃথিবী গঠনে সহায়ক। পরকাল সম্পর্কে যারা উদাসীন তারা নির্দ্বিধায় যেকোনো পাপ কাজ করতে পারে। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

‘মানুষের হিসাব-নিকাশ অতি নিকটে। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ১

" যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক করো। তখন (কিয়ামত এসে গেলে) জালিমরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু

কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসুলদের অনুসরণ করব।' (এর জবাবে তাদের বলা হবে) তোমরা কি আগে শপথ করে বলতে না যে তোমাদের পতন নেই? (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৪৪)

আগের আয়াতে বলা হয়েছিল, চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার আগে অবিশ্বাসীদের কিয়ামত অবধি অবকাশ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সা.)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তুমি মানুষকে কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সচেতন করো।

কিয়ামতের দিন সব মানুষকে অবশ্যই বিচার দিবসের মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন সবাইকে নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। এ পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার শক্তি-সামর্থ্য কারো নেই।এটা মুসলিমদের ঈমানের অন্যতম একটি অঙ্গ।

পক্ষান্তরে,,

বৌদ্ধ ধর্মে পরকাল নির্ভর করে মানুষের ইহ জন্মের কর্মের উপর। মৃত্যুর পর মানুষ ৩১ লোকভুমির যে কোনো একটিতে গমন করে। এই ৩১ লোকভুমি হচ্ছে ৪ প্রকার অপায় : তীর্যক (পশু-পাখি কুল), প্রেতলোক (প্রেত-পেত্নী), অসুর (অনাচারী দেবকুল), নরক (নিরয়)। ৭ প্রকার স্বর্গ : মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মানরতি স্বর্গ, পরনির্মিত বসবতি স্বর্গ। রুপব্রম্মভূমি (১৬ প্রকার) = ১৬ প্রকার রুপব্রম্মভূমি । অরুপব্রম্মভূমি (৪ প্রকার) = ৪ প্রকার অরুপব্রম্মভূমি । মোট ৩১ প্রকার । এই ৩১ প্রকার লোকভুমির উপরে সর্বশেষ স্তর হচ্ছে নির্বাণ (পরম মুক্তি) [১৬] যেমন : ইহজন্মে মানুষ যদি মাতৃহত্যা , পিতৃহত্যা , গুরুজনের রক্তপাত ঘটায় তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ চতুর অপায়ে (তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক) জন্মগ্রহণ করে, আর ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ বাকি ২৭ লোকভূমিতে যেকোনো এক ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

জিহাদ

ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি। আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে। যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্হে জিহাদ বলতে ''কিতাল'' বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।

জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি প্রদান করেন নি।

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম 'দা'ওয়াত' বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম।

অন্যদিকে,বৌদ্ধরা জিহাদ কে অন্যভাবে দেখে।বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যার ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন করা।অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্বাণলাভের মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্বকে অনুসরণপূর্বক

সংসার তথা মৃত্যু ও পুনর্জন্মচক্রের অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র সত্তাকে অতিক্রম করার ওপর জোর দিয়ে থাকে।

প্রখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মবিশারদ আলেক্সান্ডার বরজিন মতে, জিহাদের মতো ধারণা, যার অর্থ “সঠিক প্রচেষ্টা”। বৌদ্ধ উপদেশের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

আরেকজন বৌদ্ধধর্ম পন্ডিত এস. এপকিন এর মতে,মানুষের সকল চিন্তা জিহাদ হতে পারে। আপনি যা কিছু করুন না কেন সেটা জিহাদ হতে পারে।

আলেক্সান্ডার বরজিন আর ও বলেন,,জিহাদ শব্দের যে সামরিক গুণের দিকে ইঙ্গিত করে তাও বৌদ্ধ পরিভাষায় পাওয়া যায়। আর এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। বুদ্ধও তো যোদ্ধা জাতি ক্ষত্রিয় থেকেই এসেছেন। সম্যক্ প্রচেষ্টায় বলীয়ান বুদ্ধকে বিজয়ী বলা হয়েছে; যিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আবেগগুলিকে জয় করেছেন, সুতরাং ওই যুদ্ধ কোথায় হয়েছে? এই যুদ্ধ হয়েছে মনে। অজ্ঞতা, লোভ, আসক্তি, ক্রোধ এবং বিদ্বেষের বিরুদ্ধে হল এই যুদ্ধ।

একজন বৌদ্ধ ধমাবলম্বিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কিছু অনুশীলন

✤: ১। একাত্মবাদ

আমি: আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

সাবিত্রী: নমস্কার ওয়ালাইকুম

আমি: বান্ধবী দেখেছো আজকের দিন টা কত সুন্দর। কি চমৎকার নরম রোদ আর বাতাসে শীতের আমেজ।

সাবিত্রী: হুম আসলেই বেশ সুন্দর আরামদায়ক।

আমি: দেখেছো প্রকৃতিগত সুন্দর একটা সিস্টেম মেইনটেইন করে?

শীতের পর গরম,গরমের পর আবার পর্যায়ক্রমে শীত। একেকটা ঋতুতে একেক ধারা। তোমার কি মনে হয় না, আড়াল থেকে কেউ একজন এগুলোর কলকাঠি নাড়ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী: ঠিক বুঝলাম না...

আমি: মানে,,,তোমার কি মনে হয় না, এই পৃথিবী/ পৃথিবীর বাইরে যা কিছু আছে সব এমনি এমনি হয়ে যায় নি ,, সবকিছুই কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী: হতে পারে ,,,,কনফিউজড!

আমি: তুমি দেখো, প্রতিদিন একই দিকে সূর্য উঠছে আবার একই দিকে (পশ্চিমে) অস্ত যাচ্ছে। আকাশের মেঘ আকাশের ওপরেই থাকছে, টুপ করে আমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে না। নদীর ঢেউ একই হৃদমে বয়ে চলছে; পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চলে কে তাকে ওরা শেখালো? আবার দেখো হাস কিংবা হাঁসের ছানা কিভাবে ডিম থেকে ফুটেই সাঁতার কাটে? কে তাকে সাঁতার শেখালো? আমরা মানুষরা হাঁটাচলা করি, কথা বলি, কে আমাদের হাটতে শেখালো? আমাদের কথা বলতে শেখালো? শব্দ উচ্চারণ করা শেখালো বলতো?

সাবিত্রী: উমম, প্রকৃতিগতভাবে?

আমি: এই প্রকৃতিকে কে? কে তাকে সৃষ্টি করলো? প্রকৃতি মানে কি শুধুই গাছপালা আকাশ মাটি? যদি তাই হয় এগুলোকে সৃষ্টি করল কে? নিয়ন্ত্রণ করে কে??

সাবিত্রী: এভাবে ভেবে দেখিনি।

আমি: এভাবেই তো ভাবতে হবে বোন! খুব বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করলে দেখা যায় এইসব কিছুর পেছনে আছেন একজন, তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন।

তিনি বলেন

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ ﴿۲﴾

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। সুরা রা’দ, আয়াত ২

وَ هُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡهٰرًا ؕ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۳﴾

و هو الذى مد الارض و جعل فيها رواسى و انهرا و من كل الثمرت جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار ان فى ذلک لايت لقوم يتفكرون ﴿۳﴾

আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি

রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। সুরা রা'দ, আয়াত ৩

বিষয় ২: মূর্তি পূজা

আমি: সাবিত্রী জানো? তোমরা যার পূজা করো ভক্তি কর সেই গৌতম বুদ্ধও কিন্তু মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন।

সাবিত্রী: তাই নাকি?

আমি: বুদ্ধু নিজেকে কখনোই ঈশ্বর অবতার বা উপাস্য রূপে উপস্থাপন করেননি। তিনি কোন দেবদেবীর উপাসক ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন সত্যান্বেষী মানুষ জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য কে খুঁজেছেন তিনি। অতঃপর মানুষকে সরল, অনারম্বর জীবন যাপনের দীক্ষা প্রদান করেছেন। নিশ্চিত ভাবে বুদ্ধ ছিলেন তার নিজের বা যে কোনো মূর্তি নির্মাণের এবং চিত্রাংকনের বিরোধী।

সাবিত্রী: এ ব্যাপারে প্রমাণ দিতে পারো?

আমি: অবশ্যই, ইন শা আল্লাহ! বুদ্ধ নিজেই সুস্পষ্টভাবে তা নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পর তাকে যেন কোনরূপ মূর্তি বানিয়ে বা চিত্র এঁকে উপস্থাপন না করা হয় (দীঘা নিকায়া)।

"Due to the statement of the Master in the Dighanikaya disfavouring his repressentation in human form after the extinction of body, relucatance prevailed for some time." Also "Hinayanis opposed image worship of the Master due to canonical restrictions."

R.C. Sharma ; in "The art of Mathura, India" Tokyo National Museum 2002

সাবিত্রী: তবে যে, আমরা দেখতে পাই বুদ্ধের মূর্তি দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলো ভরে ফেলা -এটা কিভাবে হলো?

আমি: বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম পূজা শুরু হয় ভাস্কর্যের নামে - মূর্তির নামে নয়।

সাবিত্রী: ভাস্কর্যের নামে? সেটা কিভাবে?

আমি: সেই ভাস্কর্য আসলে আগে ছিল স্তুপ, ঢিবি বা গাদা। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ এটি সরল স্তুপ আকারে সমাধিস্ত করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সমাধি স্তুপের ওপর কোন সৌধ নির্মাণ করতে বলেননি, স্তুপ পূজা করার কোন অনুমতিও তিনি দেননি। বলা হয়ে থাকে, তার মহাপরিনির্বানের পর দেহাবশেষ ৮ ভাগ করে স্তূপ আকারে আটটি পৃথক অঞ্চলে সমাধিস্থ করা হয়। প্রথমদিকে শুধুই শ্রদ্ধার সাথে তার কথা স্মরণ করার জন্য মানুষ এই সমাধিগুলোতে গিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে রীতিমতো আচার অনুষ্ঠানসহ স্তুপ পূজা শুরু হয়ে যায় । আর তা কেবল ওই আটটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি , নানা অঞ্চলে নতুন নতুন স্তূপ এবং স্তুপ কে কেন্দ্র করে জৌলুস পূর্ণ সৌধ তৈরি করে বৌদ্ধরা এসবের পূজায় লিপ্ত হয়েছে ।

সাবিত্রী: এগুলো কি তোমার কথা? প্রমাণ দিতে পারবে?

আমি: না, আমার কথা নয়। তবে প্রমাণ দিতে পারব, ইন শা আল্লাহ্ ।

ডক্টর প্রণব বড়ুয়া একজন স্বনামধন্য বৌদ্ধ পন্ডিত। তিনি তার বই "বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি"- এ পৃষ্ঠা নং ১৭৫ এ লিখেছেন,

"বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন হলো বৌদ্ধস্তূপ। বুদ্ধের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করার জন্যই প্রথমে স্তুপ এর পরিকল্পনা করা হয়। বৌদ্ধরা স্তুপ কে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় মনে করত এবং পরবর্তীকালে তারা স্তুপ কে বন্দনা এবং পূজা অর্চনা করতে শুরু করে।"

আরো আছে - বুদ্ধের প্রথম নরত্বরোমূলক উপস্থাপনার বা মূর্তির হাদিস পাওয়া যায় গ্রিক উপনিবেশিক শহর ' আলাসান্ড্রায়'(বর্তমানে তা কাবুলের উত্তরে অবস্থিত)। গ্রীক -বৌদ্ধ শাসনআমলে, যার সূচনা হয়েছিল ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ।এই মূর্তি নির্মাণের পেছনে

ছিল তাদের বৌদ্ধ ধর্ম বরনের পূর্ববর্তী গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব। তারাই প্রথম বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়, যা তারা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অথবা ইন্দো- গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাকট্রিয়র প্রথম দেমত্রিয়স এর শারীরিক গঠন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। এভাবে তারাই প্রথম মূর্তির মাধ্যমে বুদ্ধের একটা ভৌত বৈশিষ্ট্য গঠন করে।

মূলত: দুই কাধ ঢাকা কাপড় পরিহিত বুদ্ধের যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই তা প্রাচীন গ্রিক -রোমান সাম্রাজ্যের পরিহিত এক ধরনের গ্রিক ঐতিহ্যগত পোশাক টোগা ও হিমাশনের সমতুল্য বলে অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন। এছাড়া বুদ্ধের কোকড়ানো চুল এবং উষ্ণিষ (মাথার উপর ডিম্বাকৃতি চুলের ঝুটি) মূলত ভাস্কর্য বেলভেদের অ্যাপেলো এর অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

(গ্রিক -বৌদ্ধ অন্তক্রিয়া উইকিপিডিয়া, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস)

সাবিত্রী: এরপর?

আমি: এরপরই আসলে বুদ্ধমূর্তি তৈরির চল শুরু হয়ে যায়। অথচ এই বিষয়ে বুদ্ধের নিজেরই স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল।

প্রথম বুদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নোবেল চৌধুরী প্রজ্ঞা লিখেছেন -"বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে জানা যায় একসময় রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন,- 'ভগবান আপনার অবর্তমানে কাকে পূজা করলে আপনার পূজা হবে?'

বুদ্ধ প্রতুত্তরে ভাষণ করেছিলেন-' আমার অবর্তমানে বধির বৃক্ষকে পূজা করলে আমার পূজা হবে।' তখনও ভগবান বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণে মত দেননি।"

কিংবদন্তি অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ তিন মাসের জন্য তাবতিংসে তার মা ও ঋদ্ধিমান দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করতে গিয়েছিলেন। এদিকে বুদ্ধের অবর্তমানে বুদ্ধ ভক্ত রাজা প্রসেনজিৎ একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। বুদ্ধের আগমনের সাথে সাথে সেই মূর্তিটি সরিয়ে নেয়া হয়। (বুদ্ধমূর্তি সাম্য মৈত্র জানুয়ারি ৫ ২০১৮)

তাহলে মূল কথা হলো ,,গৌতম বুদ্ধ যে বৌদ্ধ ধর্ম রেখে গিয়েছিলেন -তা ছিল মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে। তিনি তার মূর্তি নির্মাণ বা চিত্রাঙ্কনে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেছেন, পূজা তো বহু দূরের কথা। তার মহা পরিনির্মাণের অনেক পরে তার সমাধিস্থল ভ্রমণকারী মানুষ স্তুপপূজা শুরু করেন এভাবেই ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মে মানুষ মূর্তি পূজা শুরু হয় ।

বিষয় ৩ : রিসালাত

আমি: জানো সাবিত্রী, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলা আছে? তুমি কি তা জানো ?

সাবিত্রী: তাই? তুমি কিভাবে জানো? আমাকে বলো?

আমি : প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে ভবিষ্যতে একজন মায়েত্রি আসবেন ,আর চিপকমতি সিংঘনাথ সুকান্তার "ডি ১১১৭৬" এ বলা হয়েছে - "আর একজন বুদ্ধ আসবেন তার নাম মায়িত্রী। যিনি পবিত্র ,যিনি সবার উপরে, যিনি আলোক প্রাপ্ত ,খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। যিনি মঙ্গলজনক ,যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে যে জ্ঞান আরোহন করবেন সেটা পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা নতুন ধর্ম প্রচার করবেন যে ধর্মটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে এবং শেষ সময়ও গৌরবময় থাকবে। তিনি একটা জীবন দর্শন প্রচার করবেন, যেটা হবে সত্য এবং পুরোপুরি সঠিক। তার সাথে থাকবে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী।"

সাবিত্রী : আর??

আমি : এই কথাটা আরো বলা হয়েছে-"সেকেন্ড বুক অফ ইস্ট এর ৩৫ নম্বর খন্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায়। বলা হয়েছে- "একজন মায়েত্রী আসবেন যার কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুন থাকবে। তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দিবেন, যেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে।"

আরো আছে- "গোস্তল্ অফ বুদ্ধায় " ২১৭ ও ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় -আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন,' হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত, আপনি যখন চলে যাবেন, কে আমাদেরকে পথ দেখাবেন? গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন 'আমি এই পৃথিবীতে প্রথম বুদ্ধ নই, এমনকি শেষ বুদ্ধও নই। ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে আরো একজন বুদ্ধ আসবেন, যিনি পবিত্র, সবার উপরে ,যিনি আলোকপ্রাপ্ত, যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্বজগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন একটা ধর্ম, যে ধর্ম শুরুতে গৌরবময় থাকবে , চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে ,এমন কি শেষ সময়েও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য ।আর সেটাই হবে সঠিক জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য । "

বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করল -' আমরা তাকে কিভাবে চিনবো ?বুদ্ধ উত্তর দিলেন,-' সেই লোকের নাম হবে মায়েত্রী ।"

সাবিত্রী : মায়েত্রী ?

আমি: হুম, মায়েত্রী। মায়ত্রি অর্থাৎ ক্ষমাশীল ,স্নেহময় ,দয়ালু ,করুণাময়। এই শব্দটার আরবী করলে হবে "রহমা" আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন –

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۷﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াত,

এই রহমত এর সমর্থক শব্দ ক্ষমা যা পবিত্র কুরআনে আছে সব মিলিয়ে ৪০৯ বার আর কোরআনের প্রত্যেক সূরার (শুধুমাত্র সূরা তওবা বাদে) শুরুতে আছে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। যার অর্থ- "পরম করুণাময় ,অসম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু "।

বলা যায় ,তোমাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে মায়েত্রী নামে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ। তিনি ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত। যখন ওহি নাজিল হতো, তিনি উজ্জ্বল হতেন।

সাবিত্রী: ওহী কি ?

আমি: ওহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। যখন ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর কাছে তা নিয়ে আসতেন, নাজিলের সময় তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উজ্জ্বল হতেন ।

তোমাদের ধর্মে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো ভবিষ্যৎবাণী আছে সিক্রেট বুক অফ ইস্টের ১১ নং খন্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় মহাপারনির্বাণ সত্তা এর ২ নং অধ্যায়ের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

"গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তার কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল না। তিনি বলেন- "হে আনন্দ তথাগতরা অথবা শিক্ষকেরা মুঠোবদ্ধ করে রাখবে না; জ্ঞানটা নিজের কাছে রাখবে না, এটা প্রচার করতে হবে।"

আর এদিকে দেখো -আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন, তা সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে প্রচার করেছেন। তার সাহাবাগণ কে বলেছেন "এগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখোনা, এগুলো প্রচার করো।" আর বৌদ্ধ ধর্মের ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে, এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই সবকিছুই প্রকাশ করতে হবে।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- সিক্রেট বুক অফ ইস্টের ১১ নং খন্ডের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় - মহাপরিনির্বাণ সত্তা ৫ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,, গৌতম বুদ্ধের যেমন পরিচারক ছিল,(প্রধান শিষ্য আনন্দ) একইভাবে মায়েত্রিরও এক পরিচালক থাকবে। ইতিহাস থেকে, সিরাত থেকে আমরা জানতে পারি যে ,নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর একজন সাহাবী ছিল -যার নাম ছিল আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাকে তার বাবা-মা আট বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর

হাতে তুলে দেন। তার বাবা মা বলেছিলেন," হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ছেলেকে আপনার পরিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন"। আর হযরত আনাস(রা) বলেছেন নবীজি তাকে দেখতেন তার নিজের ছেলের মতই। তিনি সবসময়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন ।এই দিক থেকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলনা করা যায় আনন্দের সাথে ।

সাবিত্রী: আনন্দের সাথে? কিভাবে?

আমি: তুমি তো জানো ,যখন একটা পাগলা হাতি গৌতম বুদ্ধের দিকে তেড়ে আসছিল তখন আনন্দ বুদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একইভাবে হযরত আনাস (র)ওহুদের যুদ্ধের সময় যখন তার বয়স ১১ বছর, সেই যুদ্ধে যখন শত্রুরা নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেলল তখন তিনি নবীজি পাশে ছিলেন । হুনায়নের যুদ্ধে তার বয়স যখন ষোলো বছর শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেললে তখনও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে আড়াল করেছিলেন । নবীজি সাল্লাল্লাহু সালামকে আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাকে আনন্দের সাথে তুলনা করা যায়।

এরপর আরো আছে, গোষতল অফ বুদ্ধাতে ২১৪ নং পৃষ্ঠায় -

" এই মায়েত্রির ৬ টা গুন থাকবে -

১ .তিনি আলোপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায়।

২. আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি উজ্জ্বল হবেন ।

৩. তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন।

৪. তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন।

৫.মারা যাবার সময়ও তিনি উজ্জ্বল হবেন। ৬. তিনি মারা যাবার পর এই পৃথিবীতে তাকে আর স্ব শরীরে দেখা যাবে না।"

সাবিত্রী: গুণগুলো দিয়ে কি প্রমাণ হয়?

আমি: বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, এই ছয়টা গুণাবলী পাওয়া যায় শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর বেলায় ।

সাবিত্রী: বুঝিয়ে বল।

আমি: বলছি। আমরা জানি যে, নবীজি সাঃ প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রাতের বেলায়। পবিত্র কুরআনের সূরা দুখানের ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ۙ﴿۲﴾ সুস্পষ্ট কিতাবের কসম!

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ اِنَّا کُنَّا مُنۡذِرِیۡنَ ﴿۳﴾ নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

এছাড়াও সূরা কদরের এক নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,"

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿ۖ۱﴾

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে নাযিল করেছি মহামান্বিত রাতে"। সুরা কদর আয়াত **১**

এরপরে আছে, তিনি উজ্জ্বল হবেন। আমরা জানি যে ,ওহী নাযিলের সময় আমাদের নবী উজ্জ্বল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন। তিন নম্বরে বলা হয়েছে ,তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও স্বাভাবিক অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। চার নাম্বারে বলা হয়েছে, তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও রাতের শেষে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আরো বলা হয়েছে তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জ্বল হবেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,"

" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন"।

শেষটা হল ,তার ইন্তেকালের পরে তাকে আর দেখা যাবে না। আমরাও জানি যে, নবীজি(সা)কে স্বশরীরে আর কোনদিন দেখা যাবে না, মদিনায় তার রওযা রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করা এ সকল কথা শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাতেই খাটে।

এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, দ্য সিক্রেট বুক অফ ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে -"তথাগতরা শুধু প্রচার করবে অর্থাৎ যে বুদ্ধ আসবেন তারা শুধু প্রচার করবেন"। আর আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন ,

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۱﴾

অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।

সূরা গসিয়ার ২১ নং আয়াত

এছাড়াও সিক্রেট বুক অফ দা ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৭ নং পৃষ্টায় বলা হয়েছে,"

" স্বর্গে যেতে হলে তোমার ভালো কাজ গুলোর প্রয়োজন হবে "

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَ الْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

" সূরা আসর ১ থেকে ৩"

এখানে ভালো কাজ গুলো কি কি সেটা বলেছেন, যা আমাদের জান্নাত অব্দি পৌঁছে দেবে ।এখানে হক এর পথে থাকার কথা, হক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেটা অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠতার মত। এগুলো ছাড়াও ধর্ম পটে উল্লেখ করা আছে- " মাত্তারসুক্তা ১৫১ " এখানে সর্বশেষ বুদ্ধ বা মায়েত্রীর বর্ণনা দেয়া আছে। যিনি হবেন মানবজাতির প্রতি করুণা, তিনি হবেন ভদ্র, তিনি হবেন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, তিনি হবেন দয়ালু, আর তিনি হবেন সত্যবাদী। আর এই প্রত্যেকটি কথাই খাটে আমাদের চূড়ান্ত ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বেলায়। যিনি এই

বিশ্বের জন্য রহমতুল্লাহ আল আমিন হিসেবে এসেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এইভাবে,,

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ * وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴿۲﴾

তিনিই উম্মীদের* মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

সূরা আল জুমুআহ, আয়াত ২

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعَۨا الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۵۸﴾

বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। সুরা আল আরাফ আয়াত **১৫৮**

একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব অনুধাবন

বৌদ্ধ পরিবারে জন্মসূত্রে বিভিন্ন নিয়মকানুন দেখেছি, শুনেছি এবং পালনও করেছি। কিন্তু আস্তে আস্তে জানলাম যা জেনেছি তার কিছু কিছু ভুলে ভরা। আর সামগ্রিকভাবে সঠিক বুদ্ধ-নীতি গুলো দেখে বুঝেছি নীতিগুলো অসাধারণ,অন্তত পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কিছু কিছু জিনিসকে বৌদ্ধরা অনেক বিকৃত করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অন্যতম ৫ টা নিয়ে নিচে আলোচনা করলাম যা আমরা অনেকেই জানিনা-

১-বুদ্ধমূর্তি পুজাঃ

অন্যতম প্রচলিত ভুল। সিদ্ধার্থ গৌতম চেয়েছিলেন তখনকার সব অন্ধবিশ্বাস, মূর্তিপূজার নিয়ম ভেঙে মানুষদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করতে। "সৃষ্টিকর্তা নয়, নিজের করা কর্মই হল মানুষের প্রভু" এটাই ছিল তার মূলকথা। তিনি কখনোই বলেননি তাঁকে মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে, একটা মন্দিরে রুমের মাঝে বসিয়ে উনাকে বন্দনা করতে। অথচ আমরা সেটাই করছি। অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কে দেখেছি বুদ্ধমুর্তির সামনে প্রার্থনা করে বলছে "বুদ্ধ আমার শত্রুদের ধ্বংস করে দাও। আমার জন্যে যে গর্ত খুঁড়ছে সেই গর্তে যেন ও নিজে পড়ে। বুদ্ধ আমাকে এটা দাও। বুদ্ধ আমাকে ওটা দাও। বুদ্ধ আমাকে পরীক্ষায় প্রথম বানিয়ে দাও" । শেষের বাক্যটা আমি নিজেও অনেকবার বলেছি। এসব মূল্যহীন। বুদ্ধ কিছুই করতে পারবেন না। ওটা উনি নিজের মুখেই বলেছেন। তিনি শুধু বলেছিলেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের সেবা এবং শ্রদ্ধা করতে। বাকিটুকু সবার নিজের হাতে।

২-সৃষ্টিকর্তাঃ

বৌদ্ধধর্মে কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। নেই কোন আদিমাতা বা আদি-পিতা। মানুষ নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। নিজের কর্ম গুনেই বেঁচে থাকবে মানুষ পৃথিবীতে। একবার একজন সিদ্ধার্থ গৌতম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "শাস্তা, সৃষ্টিকর্তা কি কেউ আছেন?" গৌতম বলেছিলেন "না"। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলেছিলেন "হ্যাঁ, কর্ম বা কৃতকাজই হল সৃষ্টিকর্তা।"

৩-ধর্ম নাকি নীতিঃ

অনেক তর্ক আছে এই ব্যাপারটা নিয়ে। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় ছিল নীতি। যারা শিষ্য ছিল তাদেরকে বলা হত বুদ্ধ নীতির অনুসারী। বুদ্ধ নিজে বলে যাননি নীতিগুলোকে

ধর্মে রূপ দিতে। মহাপ্রয়াণের আগে শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন মঙ্গলের জন্য যা যা দরকার হয় করতে। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় তার নীতিগুলো সবাই বিকৃতভাবে পালন করা শুরু করে দিয়েছে। তখন তাঁর শিষ্যরা সিদ্ধান্ত নেয় মহাসংগীতি করে সবগুলো বাণী এবং নীতি কে একীভূত করার। এই নীতি বা বাণীগুলো একীভূত করে ত্রিপিটক না বানালে এবং বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর উনার মূর্তি গুলো না বানালে পরবর্তী কয়েকশ বছরের মধ্যেই সব কিছু বিলীন হয়ে যেত। আমার মতে এই জায়গা থেকেই বুদ্ধ প্রচারিত বাণীগুলো ধর্মে রূপ লাভ করে এবং গৌতম বুদ্ধকে ধর্ম প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানো হয়।

৪-প্রার্থনাঃ

বৌদ্ধরা মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের সামনে নতজানু হয়ে পালি ভাষায় প্রার্থনা করে। যদিও এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। গৃহীরা শুধু ৫ টি নিয়ম মানলেই অনেক সুখে এবং শান্তিতে থাকবে। নিয়মগুলো হল - প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বা কটুবাক্য, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। শুধু পালন করলেই চলবে। এই ৫ টি নিয়ম পালন করব কথাগুলো বুদ্ধমুর্তির সামনে গিয়ে বললেও কোন লাভ নেই যদি না পালন করি। আর বছরে একবারও যদি প্রার্থনা না করে বরং এই ৫ টি নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করি তবেই বুদ্ধ নীতির সঠিক ব্যাবহার হবে। মোটকথা প্রার্থনা জিনিসটাও আমাদের সৃষ্টি । এবং এটা করা হয়েছে যাতে আমরা প্রতিদিন নতুনভাবে শপথ নেই এই ৫ টি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে।

৫-বিয়েঃ

একটা ছেলে একটা মেয়ে পরস্পরকে মন থেকে ভালবাসলেই একসাথে থাকতে পারবে। বিয়ের মন্ত্র বা বিয়ের বাধ্যবাধকতা বৌদ্ধধর্মে নেই। একজনকে সামাজিকভাবে বিয়ে করলাম কিন্তু আরেকজনকে ভালোবাসি তখন যাকে বিয়ে করেছি তার সাথে থাকলেই বরং ব্যভিচার হবে। মন্ত্র পড়ে বিয়ের কোন মূল্যই থাকবেনা যদি আমি যাকে

বিয়ে করলাম তাকে ভাল না বাসি। এবং যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে না করে বা তার সাথে মন্ত্র না পড়ে থাকলেও বুদ্ধ-নীতি অনুসারে কোন সমস্যা নেই।

উপসংহার

সৃষ্টির শুরু থেকে শয়তান আমাদের আল্লাহের পথ থেকে বিচ্যুত করার নেশায় মেতেছে। যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আমাদের নবী(সাঃ)সবচেয়ে বেশি কষ্ট, সবচেয়ে বেশি তাগ অর্জন করেছেন এই উম্মাহ এর ফিকিরে।উম্মতি মোহাম্মদী হিসেবে তাই আমাদেরও মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের বাণী অমুসলিম ভাইবোনদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এই পুণ্যময় কাজে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমৃত্যু ফিকির করার তওফিক দান করুন।আমিন।

তথ্যসূত্র

https://bn.wikipedia.org/wiki/

https://www.gotquestions.org/Bengali/Bengali-buddhism.html

https://www.adda247.com/bn/jobs/buddhism/

https://studybuddhism.com/bn/uccatara-siksa/itihasa-ebam-sanskrti/baud-dhadharma-ebam-isalama/baud-dhadharma-o-isalamera-madhye-ki-kona-sadrsya-ache

https://bn.quora.com

https://www.miliknowledge.in/2023/06/blog-post_24.html

https://www.hadithbd.com/quran/

https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6908

https://nivvanatv.net/বুদ্ধ-মূর্তি-সাম্য-মৈত্র

(বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৭৫)

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111640661/